

শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে স্বতঃই জড় ও চৈতন্যের বিবেকরূপ জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে, চারিটি শ্লোকে সেই বিশুদ্ধা ভক্তির উপদেশ করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! তুমি নিশ্চয়ই নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে নিশ্চলভাবে মন ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব, মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা-শূন্য হইয়া মদ্বিষয়ক সর্ববর্ক্স অনুষ্ঠান কর। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৭১ ॥

যদীতি নিশ্চয়ে। টীকায়াং ধতে পদং ত্রমবিতা যদি বিল্লমুর্ধ্বীতিবৎ। অত্র খলু জ্ঞানেচ্ছুরেব শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি তাদৃশত্বমারোপ্যৈবেদমুচ্যতে। ততশ্চ শ্রেয়ঃস্বৃতিং ভক্তিমুদশ্রুতে বিভো ক্লিশৃন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে তেষামসৌ ইত্যাদি প্রমাণেন ভক্তিং বিনা কেবলজ্ঞানমার্গেণ ব্রহ্মণি মনো ধারয়িতুং নিশ্চিতমেবানীশো ভবসি ততোহপি স্বতো জ্ঞানাঙ্গ-সর্বগুণসেবিতং ভক্তিমার্গমেবাশ্রয়েতেতি তৎসোপানমুপা-
দিশতি ময়ীত্যাদিনা। অথবা প্রাক্তনভক্তিবলাভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর্যদি তত্র মনো ধারয়িতুমনীশঃ শ্রান্তদাধুনাপ্যেবং কুর্কিতি যোজ্যম্। সমাচর অপ্যয়। নিরপেক্ষঃ বাহ্যাস্তররহিতঃ। ততশ্চ, শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণু স্তভজা লোকপাবনীঃ। গায়ত্রহুস্মরন্-
জন্মকর্ম্মচাভিনয়ন্ যুতঃ। মদর্থৈ ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মম্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ৭২ ॥

“যত্ননীশো ধারয়িতুং” শ্লোকে উক্ত “যদি” এই শব্দের অর্থ নিশ্চয়। যেহেতুক “ধতে পদং ত্রমবিতা যদি বিল্লমুর্ধ্বী” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামীপাদ যদি শব্দে নিশ্চয়ার্থই করিয়াছেন। এস্থলেও সেই অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপে মন ধারণ করা অত্যন্তই দুঃখদ। শ্রীভগবদগীতাতেও “ক্লেশোহধিকতর স্তেষামব্যক্তাশক্ত-চেতসাং” অর্থাৎ নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপে চিত্তের আবেশ ঘটান অত্যন্ত দুঃখসাধ্য—সেই অভিপ্রায়ে যদি শব্দের নিশ্চয় অর্থই বুঝিতে হইবে। অপর এস্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অভিধেয় শ্রীভগবদ্ভক্তিই হইবেন, তাহা হইলে শ্রীমান্ উদ্ধবকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ করিলেন কেন? তাহারই মীমাংসার জন্য বলিতেছেন—কোন জ্ঞানমার্গের সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রতি সেই জ্ঞানেচ্ছুর ধর্ম্ম আরোপ করিয়া এই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। সেইজন্তই ১০।১৪।৪ শ্লোকে ব্রহ্মাকৃত স্তুতিতে যাহারা তোমার নিখিল-মঙ্গল-জননী ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানকে আদর করে, তাহাদের কেবল ক্লেশমাত্র সার হইয়া থাকে। প্রমাণানুসারে কেবল জ্ঞান-পথে নির্বিশেষ ব্রহ্মে মনের ধারণা করিতে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইবে। সেইজন্তও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানাঙ্গগুণ-সেবিত ভক্তিমার্গই আশ্রয় করে। এই অভিপ্রায়ে “ময়ি সর্বগাণি